উপস্থিত:
বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম
এবং
বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

রীট পিটিশন মামলা নং-৯৮৯৫/২০১৯

নিগার সুলতানা

-------আবেদনকারী।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার গং

-------রেসপন্ডেন্টগণ।

জনাব জ্যোর্তিময় বড়ুয়া, অ্যাডভোকেট সংঙ্গে
জনাব আবু বকর সিদ্দিকী, অ্যাডভোকেট
জনাব রিপন বড়ুয়া, অ্যাডভোকেট
জনাব ফুয়াদ হাসান, অ্যাডভোকেট

-----আবেদনকারীর পক্ষে।

জনাব মাহবুবে আলম, বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল সঙ্গে
জনাব অমিত তালুকদার, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল

------রেসপন্ডেন্ট নং-১ ।

জনাব শাহিন আহমেদ, অ্যাডভোকেট

------রেসপন্ডেন্ট নং-৩ ।

শুনানী তারিখ ঃ ২৭/১১/২০১৯ইং ও
রায় প্রদানের তারিখ ঃ ০১/১২/২০১৯ইং

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ বিধান অনুসারে আনীত আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে বর্তমান রুল নিশিটি নিম্ন লিখিত শর্তে ইস্যু করা হয়:

> "Let a rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why the inaction of the respondent Nos.1-6 in not taking any action against the respondent No.7 for his implication in the criminal cases and involvement with corruption and other serious criminal offences in the local area of Puthia Police Station under Rajshahi District should not be

declared to be illegal, without lawfull authority and is of no legal effect and as to why the respondent Nos. 1-6 should not be directed to take immediate action against the respondent No.7 placing him under temporary suspension and initiated departmental proceeding against him and/or pass such other or further order or orders as to this court may seem fit and proper.

Pending hearing of the Rule, the respondent No.5 is directed to submit compliance before this Court within 45(forty five) days under what authority he has disclosed the confidential information of the confessional statement of a 16 year old boy recorded under section 164 of the Code of Criminal Procedure by the Chief Judicial Magistrate, Rajshahi in connection with Puthia P.S. Case No.08 dated 11.06.2019.

The Chief Judicial Magistrate, Rajshahi is also directed to conduct an enquiry with regard to the

allegation of manipulation of FIR of the Puthia Police Station Case No.08 dated 11.06.2019 and submit a report within a period of 45(forty five) days before this court.

Let the copy of this order along with a copy of writ petition be communicated to the Chief Magistrate Judicial Magistrate, Rajshahi.

This Rule is returnable within 04(four) weeks from date.

The petitioner is directed to put in requisites for service of notices upon the respondents in the usual course and through registered post within 72 hours."

রীট আবেদনকারীর বক্তব্য-

রীট আবেদনকারীর পিতা মৃত নুরুল ইসলাম রাজশাহী জেলার পুঠিয়া থানার সড়ক ও পরিবহন মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি ছিলেন। ২৪/০৪/২০১৯ইং তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত ইউনিয়নের নির্বাচনে তিনি পুনরায় সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত হন, কিন্তু নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি উক্ত ফলাফল পরিবর্তন করে মোঃ আব্দুর রহমান পটলকে সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করেন। উক্ত ফলাফল ও কর্মকান্ডে ক্ষুদ্ধ হয়ে নুরুল ইসলাম সহ অপর তিন জন বাদী হয়ে ১ম সহকারী জজ আদালত, পুঠিয়া, রাজশাহী আদালতে মামলা নং-১৪/২০১৯ দায়ের করেন এবং উক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচিত কমিটি যাতে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারে-সে প্রার্থনা করে অন্তবর্তী নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রার্থনা করেন। আদালত উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে

মামলার বিবাদীগণকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ০৯/০৬/২০১৯ইং তারিখে এক অন্তবর্তী নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করেন। আদালত কর্তৃক উক্ত অন্তবর্তী নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রচারিত হলে উক্ত মামলার বিবাদী মোঃ আব্দুর রহমান পটল এবং তার সহযোগীরা নুরুল ইসলামকে বিভিন্ন ভাবে জীবন নাশের হুমকি প্রদান করে। ১০/০৬/২০১৯ইং তারিখ সন্ধ্যা হতে উক্ত নুরুল ইসলামের কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। পরদিন ১১/০৬/২০১৯ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ১০.০০ ঘটিকার দিকে রীট আবেদনকারীর পরিবারের সদস্যগণ অবহিত হন যে, উক্ত নুরুল ইসলামের মরদেহ এ.এস.এস ব্রিক ফিল্ড এর ভেতরে পড়ে আছে। উক্ত সংবাদ প্রাপ্তির পর রীট আবেদনকারী তাঁর মা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন দ্রুত ঐ ব্রিকফিল্ড এ গিয়ে নুরুল ইসলামের মরদেহ শনাক্ত করেন। পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরী না করে মৃতদেহটি নিয়ে যেতে চাইলে উপস্থিত লোকজন বাধা প্রদান করে; পুলিশ বাধ্য হয়ে ঘটনাস্থলে মৃতের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরী করে লাশ ময়না তদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করেন।

রীট আবেদনকারী ১১/০৬/২০১৯ইং তারিখে তাঁর পিতার হত্যার সাথে জড়িত ০৮(আট) জন সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে পুঠিয়া থানায় একটি এজাহার দাখিল করে। কিন্তু রেসপন্ডেন্ট নং-৭, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পুঠিয়া থানা উক্ত এজাহারটি রেকর্ড ভুক্ত না করে রীট আবেদনকারীকে এজাহারের বিবরণ যথা- "মোঃ আব্দুর রহমান পটল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহযোগীতায় নির্বাচনের ফলাফল পরিবর্তন করেছেন"-এ বর্ননা বাদ দিতে বলেন। রীট আবেদনকারী অতঃপর উক্ত কথাগুলি বাদ দিলে রেসপন্ডেন্ট নং-৭ এজাহারটি গ্রহণ করে তার কাছে রাখেন এবং কিছু সাদা কাগজে রীট আবেদনকারীর স্বাক্ষর গ্রহণ করে তাঁকে থানা থেকে চলে যেতে বলেন; এজাহার দু'টির ফটোকপি সংযুক্তি বি, বি-১।

পরবর্তীতে রেসপন্ডেন্ট নং-৭ জনৈক শফিকুল ইসলাম কর্তৃক রীট আবেদনকারীর পরিবারের সদস্য এবং তাঁর মৃত পিতার আইনজীবী জনাব আবু বকর সিদ্দীক সহ ২২(বাইশ) জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি মামলা গ্রহণ করেন, যা পুঠিয়া থানা মামলা নং-০৯ তারিখ-১২/০৬/২০১৯ হিসেবে রেকর্ডভুক্ত হয়।

রীট আবেদনকারী পরবর্তীতে তাঁর দায়েরকৃত এজাহারের কপি থানা হতে সংগ্রহ করে দেখেন যে, এজাহার কলামে কোন আসামীর নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং উক্ত এজাহারের বর্ননা পরির্তন করা হয়েছে। এজাহারকারী ১৮/০৬/২০১৯ইং তারিখে বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল

ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী-কে এক দরখাস্তের মাধ্যমে বিষয়টি অবহিত করেন এবং উক্ত মামলার তদন্ত কার্যক্রম স্থগিতক্রমে তাঁর মা কর্তৃক ইতোমধ্যে দাখিলকৃত সি.আর. মামলা নং-২০৭/২০১৯ টি তদন্তের নির্দেশনা প্রার্থনা করেন।

১৯/০৬/২০১৯ইং তারিখে রাজশাহী জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় হতে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয় যে, ১৬ বছরের একজন শিশু নুরুল ইসলাম হত্যার সাথে জড়িত এবং উক্ত শিশু জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান অনুযায়ী স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে; সংযুক্তি-এফ। উক্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি মূলতঃ তদন্তকে বিভ্রান্ত করার জন্য দেওয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যে রীট আবেদনকারী রেসপন্ডেন্ট নং-২, পুলিশের মহা-পরিদর্শক, রেসপন্ডেন্ট নং-৪, উপ-মহাপরিদর্শক, পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ এবং রেসপন্ডেন্ট নং-৫, সুপারেন্টেন্ড অব পুলিশ, রাজশাহীর নিকট লিখিত ভাবে এজাহার পরিবর্তনের বিষয়টি অবহিত করে এ বিষয়ে যথাযথ প্রতিকার প্রার্থনা করেন; সংযুক্তি-জি, জি-১, জি-২; কিন্তু উক্ত রেসপন্ডেন্টগণ কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই।

রীট আবেদনপত্রে আরো উল্লেখ করা হয় যে, রেসপন্ডেন্ট নং-৭ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হয়েও বিভিন্ন বে-আইনী ও অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত। র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব) মে,২০১৯ সালে উক্ত রেসপন্ডেন্টের বিরুদ্ধে জব্দকৃত আলামত (মাদক) অবৈধভাবে বিক্রি করার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করে। ঐ মামলার কারনে থানার সহ-পুলিশ পরিদর্শক মনিরুল ইসলাম সাময়িকভাবে বরখাস্ত হলেও রেসপন্ডেন্ট নং-৭ এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় নাই। এ বিষয়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়; সংযুক্তি এইচ, এইচ-১।

রেসপন্ডেন্ট নং-৭ এর বিরুদ্ধে পুলিশ হেফাজতে জনৈক মনোয়ারুল আলম শাহ ওরফে সাগর হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে নওগাঁ দায়রা আদালতে দায়রা মামলা নং-৬৪৮/২০০৬ দায়ের হয়, যা এখনো বিচারাধীন। উক্ত রেসপন্ডেন্ট সুজানগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকাকালীন সময়ে স্থানীয় একজন ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার প্রার্থীকে হত্যার ঘটনায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হয়, যা বিভিন্ন জাতীয় পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐ হত্যার ধরনের সাথে নুরুল ইসলাম হত্যার যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। এছাড়াও উক্ত রেসপন্ডেন্ট এর শ্বাশুড়ি মোসাঃ আকলিমা বেগম অবৈধ ভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ ও জালিয়াতির অভিযোগে

চাঁপাইনবাবগঞ্জের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তিনটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করেছেন; সংযুক্তি জে, জে-১। এছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় রেসপন্ডেন্ট নং-৭ এর বিরুদ্ধে অবৈধ ও বে-আইনী কর্মকান্ডে জড়িত থাকা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়; সংযুক্তি-কে।

রীট আবেদনকারী তাঁর পিতার হত্যা এবং রেসপন্ডেন্ট নং-৭ এর অবৈধ কার্যকলাপের বিষয়ে রেসপন্ডেন্ট নং-২, ৪ ও ৫ এর নিকট লিখিত আবেদন করার পরেও কোন সুবিচার না পেয়ে তার বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে ২৭/০৮/২০১৯ইং তারিখ উক্ত রেসপন্ডেন্টগণের বরাবরে ন্যায় বিচার প্রার্থনায় (ডিমান্ড অব জাস্টিস) নোটিশ প্রেরন করেন এবং প্রার্থিত প্রতিকার না পেয়ে বাধ্য হয়ে বর্তমান রীট পিটিশন'টি দাখিল করেন।

রেসপন্ডেন্ট নং-৫, পুলিশ সুপার, রাজশাহী'র বক্তব্যঃ

রেসপন্ডেন্ট নং-৫, পুলিশ সুপার, রাজশাহী আদালতের নির্দেশনা প্রতিপালনে একটি হলফনামা দাখিল করেন। উক্ত হলফনামায় উল্লেখ করা হয় যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে তিনি অনুসন্ধান পূর্বক জানতে পারেন যে, রেসপন্ডেন্ট নং-৭ এর বিরুদ্ধে দুটি ফৌজদারী মামলা একটি নওগাঁ এবং অপরটি চাঁপাইনবাবগঞ্জে (সি.আর. নং-৮৪৪/২০১৯) বিচারাধীন রয়েছে; এবং তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়টি পুলিশ সদর দপ্তরকে অবহিত করেছেন এবং ইতোমধ্যে পুলিশ সদর দপ্তর ০২/১০/২০১৯ইং তারিখের এক আদেশ দ্বারা রেসপন্ডেন্ট নং-৭ কে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করেছে, যা ০৯/০১/২০১৮ইং থেকে কার্যকর মর্মে গণ্য হবে। এছাড়াও রেসপন্ডেন্ট নং-৭ এর বিরুদ্ধে আনীত অন্যান্য অভিযোগসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করছে। নুরুল ইসলাম এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনে বাধ্য হয় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে পুঠিয়া থানার মামলা নং-০৯ তারিখ-১২/০৬/২০১৯ইং ধারা দন্ডবিধি-১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩২৫/৩২৬/ ৩০৭/৩৪ রুজু করা হয়। রীট আবেদনকারীর দায়েরকৃত এজাহারের প্রেক্ষিতে ১১/০৬/২০১৯ইং তারিখ পুঠিয়া থানায় মামলা নং-০৮ রুজু হয়, রীট আবেদনকারী উক্ত মামলায় পূর্ব শত্রুতার কারনে ০৬(ছয়) জনের নাম উল্লেখ করেন, যারা সকলেই স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা। মৃতের মোবাইল কল লিস্টের সূত্র ধরে ০১(এক) জনকে গ্রেফতার করা হয়, যিনি পরবর্তীতে ঐ হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত বলে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। মামলাটি কোন রাজনৈতিক মামলা নয়।

'গোপনীয় তথ্য প্রকাশ' অতি উৎসাহী লোকের চিন্তা প্রসূত ফসল। সর্বোপরি রেসপন্ডেন্ট নং-৫ অসাবধানতা বশত: কোন ত্রুটি হয়ে থাকলে তার জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

রেসপন্ডেন্ট নং-৭ রুলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি, যদিও বা তার উপর যথাযথ ভাবে নোটিশ জারী হয়েছে।

রুল নিশিটি ইস্যু করার সময়ে রাজশাহীর বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে রীট আবেদনকারী কর্তৃক দায়েরকৃত পুঠিয়া থানার মামলা নং-০৮ তারিখ-১১/০৬/২০১৯ দায়েরকৃত এজাহার পরিবর্তনের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ঐ নির্দেশের ভিত্তিতে রাজশাহীর বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অনুসন্ধান পূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অনুসন্ধানকালে রীট আবেদনকারী এবং রেসপন্ডেন্ট নং-৭ সহ ০৬(ছয়) জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিবেদনে সিদ্ধান্ত এর কলামে উল্লেখ করা হয় যে,-

> "উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া থানার ধোপাপাড়া গ্রামের মৃত নুরুল ইসলামের কন্যা নিগার সুলতানার দায়ের কৃত এজাহার গ্রহন না করে কারসাজি মূলক ভাবে এজাহার দায়েরের ক্ষেত্রে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জনাব শাকিল উদ্দিন আহমেদ সন্দেহজনক ভূমিকা রয়েছে মর্মে আমার অনুসন্ধান প্রতিবেদন মতে প্রতিয়মান হয়েছে।"

আমরা বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলসহ উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য, রীট আবেদনপত্র এবং সংযুক্তিসমূহ, রেসপন্ডেন্ট নং-৫ কর্তৃক দাখিলকৃত হলফনামা, বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাজশাহী এর অনুসন্ধান প্রতিবেদন এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করেছি।

রেসপন্ডেন্ট নং-৫ এর হলফনামা হতে এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান যে, পুলিশ সদর দপ্তর ইতোমধ্যে অর্থাৎ ০২/১০/২০১৯ইং তারিখের এক আদেশ দ্বারা রেসপন্ডেন্ট নং-৭ কে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করেছে; এবং বরখাস্তের কার্যকারিতা দেয়া হয়েছে ০৯/০১/২০১৮ইং হতে। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, কোন ভুক্তভোগীর অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি দ্রুত পদক্ষেপ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন অনেক

অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে ভুক্তভোগীদের মানষিক যাতনা, আর্থিক ক্ষতি এবং আদালতের দ্বারস্থ হওয়া থেকে রেহাই দেয়াও সম্ভব হবে।

চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রেরিত অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও অনুসন্ধান কার্যক্রমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য হতে এটা প্রাথমিক ভাবে সুস্পষ্ট যে, পুঠিয়া থানার তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব সাকিল উদ্দিন আহমেদ আলোচ্য পুঠিয়া থানার মামলা নং-০৮ তারিখ ১১/০৬/২০১৯ইং এর সংবাদদাতা, রীট আবেদনকারী নিগার সুলতানা কর্তৃক তার পিতা নুরুল ইসলাম হত্যার সাথে জড়িত ০৮ (আট) জনকে অভিযুক্ত করে প্রেরিত এজাহারটি গ্রহণ না করে পরবর্তীতে তাঁকে থানায় ডেকে নিয়ে জব্দ তালিকা, সুরতহাল প্রতিবেদনসহ কিছু সাদা কাগজের উপর সই করিয়ে নেয়া হয় এবং অত:পর সইকৃত ঐ সাদা কাগজে এজাহার টাইপ করে থানায় তা রেকর্ডভুক্ত করা হয়। রীট আবেদনকারী কর্তৃক থানায় প্রেরিত এজাহারের বর্ণনার সাথে দায়েরকৃত এজাহারে বর্ণনার মধ্যে অসংগতি বিদ্যমান। সর্বোপরি এজাহারে আসামীর কলামে 'অজ্ঞাত' উল্লেখ করা হয়েছে; যদিওবা রীট আবেদনকারী এজাহারে ০৮(আট) জনের নাম অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছিল। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মত দায়িত্বশীল একজন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ নিঃসন্দেহে গুরুতর, যা দন্ডবিধির ধারা ১৬৬ ও ১৬৭ অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। থানায় এজাহার গ্রহণ ও তা রেকর্ডভুক্ত করে তদন্ত করার বিষয়টি সম্পূর্ন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার একক এখ্তিয়ার।

বর্তমান রুলটি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় রাজশাহী পুটিয়া থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব সাকিল উদ্দিন আহমেদ, রেসপন্ডেন্ট নং-৭ কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করায় রুলটি নিন্মোক্ত পর্যবেক্ষন ও নির্দেশনাসহ নিষ্পত্তি করা হলো:-

এক. দন্ডবিধির ধারা ১৬৬ও ১৬৭ দুর্নীতি দমন আইন-২০০৪ এর তপশিলভূক্ত। সে কারণে, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী-কে রেসপন্ডেন্ট নং-৭ কর্তৃক এজাহার পরিবর্তন (manipulation) সংক্রান্ত অনুসন্ধানের প্রতিবেদন, সাক্ষীদের বক্তব্যসহ আনুসাঙ্গিক কাগজাদি দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করার নির্দেশ দেয়া হলো; এবং দুর্নীতি দমন কমিশনকে উক্ত প্রতিবেদন ও কাগজাদি প্রাপ্তির পর দুর্নীতি দমন কমিশন আইন,২০০৪ ও বিধি-২০০৭ অনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হলো;

দুই. পুটিয়া থানার মামলা নং-৮ তারিখ ১১/০৬/২০১৯ইং তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পুলিশ ব্যুরো অফ্ ইন্ভেসটিগেশন (পিবিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো। আদালত প্রত্যাশা

করে যে, পি বি আই প্রধান ডিআইজি জনাব বনজ কুমার মজুমদার মামলাটি তদন্ত তদারকীতে বিশেষ ভূমিকা রাখবেন। বর্তমান তদন্তকারী কর্মকর্তা/সংস্থাকে অবিলম্বে কেস ডকেট পি বি আই এর নিকট হস্তান্তর করার নির্দেশ দেয়া হলো। পি বি আই-কে তদন্ত কালে সংবাদদাতার মূল এজাহারের বর্ণণা, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী কর্তৃক অনুসন্ধান রিপোর্ট ও উক্ত অনুসন্ধান কার্যক্রমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিবেচনায় গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হলো;

তিন. আদালতে দাখিলকৃত কাগজাদি পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত পুঠিয়া থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব সাকিল উদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে বর্তমান মামলার সংবাদদাতা, তার অধীনস্থ পুলিশ সদস্য-সহ একাধিক ব্যক্তি, এমনকি তার নিজ শ্বাশুড়িও বিভিন্ন অভিযোগ উপস্থাপন করে এর প্রতিকার চেয়ে মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ-এর বরাবরে লিখিতভাবে আবেদন করেছেন। মহা-পুলিশ পরিদর্শক বরাবরে দাখিলকৃত উক্ত সাকিল আহমেদের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগসমূহ দ্রুত তদন্তপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহা-পুলিশ পরিদর্শককে নির্দেশ দেয়া হলো।

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে উল্লেখ করা সংগত হবে যে, আমরা দৈনন্দিন বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে ইদানিং প্রায়শঃ লক্ষ্য করছি যে, দেশের বিভিন্নস্থানে স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাসহ পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে এবং এ সব বিষয়ে ভুক্তভোগীরা মহা-পুলিশ পরিদর্শক বরাবরে লিখিত ভাবে অভিযোগও দায়ের করছেন। কিন্তু অভিযোগগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি হচ্ছে না। বাংলাদেশ পুলিশ মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে দেশের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা ও উন্নয়ন, সন্ত্রাস, জংগীবাদ দমন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, জাতিসংঘ শান্তি মিশনের কার্যক্রমে যে অনবদ্য অবিস্মরনীয় ভূমিকা রেখেছে এবং রেখে চলেছে তা শুধু পুলিশ বাহিনীর জন্য গৌরবের নয়, সমগ্র জাতির গৌরব। কিন্তু এই গৌরব গুটি কয়েক পুলিশ কর্মকর্তা বা সদস্যের অন্যায়, বে-আইনী আচরন ও অপরাধের কারণে ম্লান হতে দেয়া যাবে না। সে কারনে, আদালত প্রত্যাশা করে যে, পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে ঐ অভিযোগ সম্পর্কে দ্রুততার সাথে বিভাগীয় তদন্ত সম্পন্ন এবং দোষী প্রমাণিত হলে দ্রুত আইননানুগ (বিভাগীয়/ফৌজদারী) পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন। আদালতের এ প্রত্যাশা বিবেচনায় নিয়ে মহা-পুলিশ পরিদর্শক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং **'আইজিপি কমপ্লেইন্টস্ মনিটরিং সেল'**র কার্যক্রমকে আরো কার্যকর ও গতিশীল করবেন মর্মে আদালতের দৃঢ় বিশ্বাস;

চার. পুঠিয়া থানার আলোচ্য মামলায় গ্রেফতারকৃত একজন শিশুর ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৪ অনুযায়ী প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী গণমাধ্যমে প্রকাশের বিষয়ে রাজশাহীর পুলিশ সুপার-এর নিকট হতে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল। তাঁর পক্ষে দাখিলকৃত হলফনামা পাঠ অন্তে ঐ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা উদ্ধার করা আদালতের পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলও এ বিষয়ে আমাদের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি।

শিশু আইন ২০১৩-এর ধারা ২৮ এবং ৮১ অনুসারে শিশু, আইনের সাথে সংঘাতে আসা শিশু বা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু যেই হোক না কেন, স্বার্থের পরিপন্থী শিশুর কোন ছবি বা তথ্য গণমাধ্যমে বা ইন্টারনেটে প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে না, যার দ্বারা শিশুটিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সনাক্ত করা যায়। গণমাধ্যম বা অন্য কোন সামাজিক মাধ্যমে এধরনের তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ; ধারা-৮১।

আলোচ্য ক্ষেত্রে রীট পিটিশনের সংযুক্তি-এফ (প্রথম আলো পত্রিকা, তারিখ-১৯.০৬.২০১৯) হতে প্রাথমিকভাবে এটা দৃশ্যমান হয় যে, গ্রেফতারকৃত একজন শিশুর তর্কিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর বিষয়ে রাজশাহীর পুলিশ প্রশাসন প্রেস বিজ্ঞপ্তি আকারে গণমাধ্যমের সামনে প্রকাশ করেছে, যা দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করে না; বরং আইন ভঙ্গের শামিল, তা যে পরিস্থিতি বা বাস্তবতায় দিয়ে থাকুক না কেন।

শিশু আইনের উদ্দেশ্যই হলো শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণ করা। এই আইন সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যের সচেতনামূলক ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ প্রয়োজন। এ বিষয়ে পুলিশের মহা-পরিদর্শক-কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হলো।

রাজশাহী জেলা পুলিশ প্রশাসনের মুখপাত্র জনাব ইফতেখায়ের আলম কর্তৃক গ্রেফতারকৃত শিশুর জবানবন্দী গণমাধ্যমে প্রকাশ করার বিষয়টি সম্পর্কে অধিকতর অনুসন্ধান প্রয়োজন এবং সে কারনে বিষয়টি সম্পর্কে পুলিশের মহা-পরিদর্শক-কে বিভাগীয় অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়া হলো। বিভাগীয় অনুসন্ধান শেষে প্রতিবেদনের আলোকে মহা-পুলিশ পরিদর্শক-কে স্বীয় প্রজ্ঞায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

পাঁচ. রাজশাহীর পুলিশ প্রশাসনকে মামলার সংবাদদাতা (রীট আবেদনকারী), সাক্ষীগণ, ভিকটিম মৃত নুরুল ইসলামের পরিবার এবং তাঁদের পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবীগণকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলো।

প্রয়োজনীয় অবগতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র রায়ের কপি চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী সহ ১। চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, ২। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, ৩। মি. বনোজ কুমার মজুমদার, ডিআইজি এবং প্রধান, পিবিআই, বাড়ী নং-১২বি, সড়ক নং-০৪, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা, ৪। জেলা পুলিশ সুপার, রাজশাহী, ৫। ভার-প্রাপ্ত কর্মকর্তা, পুঠিয়া থানা, রাজশাহী-র নিকট প্রেরণ করা হোক।

মামলার খরচের বিষয়ে কোন আদেশ প্রদান করা হলো না।

বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান:

আমি একমত

I.Sarwar/B.O